বাজেট: শিক্ষায় ন্যায্যতাভিত্তিক বরাদ্দ

আকমল হোসেন

২০২৫-২৬ অর্থ বছর শেষের পথে, নতুন অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে ইতোমধ্যেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, পরিকল্পনাবিদ, দাতাগোষ্ঠীর নামে ঋণের কারবারি সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা /এনজিও সিভিল সোসাইটি, গ্লোবাল এডুকেশন ফান্ড, ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে আলোচনার কাজটি শুরু হয়েছে, যা বিভিন্ন মিডিয়া তাদের কেরাণী সাংবাদিকতার ছকে প্রকাশ করা শুরু করেছে। বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব, রাজস্ব আর উন্নয়ন ব্যয় নিয়ে পুঁজিবাদী লাইনের গতানুগতিক নিয়মের কাজগুলো শুরু হয়েছে। বিগত বছরগুলোর মতো এবারও চুয়েপরা অর্থনীতির উন্নয়ন তত্বের আলোকেই বাজেট প্রণীত হবে বলে মনে হচ্চে। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে বলে নতুন সরকারের নিকট মানুষের প্রত্যাশা। সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া খাতগুলোর মধ্যে সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার আর কর্মী বাহিনীর মধ্যে রসদ পৌছানোর বিষয়টি বিবেচনায় উন্নয়ন বা সংস্কারে বরাদ্দ বাড়তে পারে। ৪ কোটি শিক্ষার্থী আর ১৪ লাখ শিক্ষক কর্মচারী নিয়ে গঠিত শিক্ষা পরিবারের জন্য কেমন বাজেট হবে তা নিয়ে শিক্ষক সংগঠন এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর এখনও কোন নড়-চড় চোখে পরছেনা। জুন মাসে বাজেট ঘোষণার পর এদের মাঠে ময়দানে সাময়িক সময়ের জন্য দেখা যেতে পারে আগের মতোই, তবে সবাইকে নয়। ইরান- ভেনিজুয়েলার ওপর মার্কিনী যুদ্ধ ও তান্ডবের কারণে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির কারণে এখাতে সরকারি ভর্তূকির বিষয়টি বাজেটে গুরুত্ব পেতে পারে। ২০১৫ সালের পর কর্মচারীদের নতুন পে-স্কেলের বিষয়টি নতুন ব্যয়ের খাত হিসেবে সামনে আসতে পারে। তবে বিগত দিনের বাজেটের মতো সাধারণ মানুষের অধিকারের বিষয়টি উপেক্ষিত যেন না হয় সে প্রত্যাশা সবার।

নোবেল লরিয়েট বাঙালি অর্থনীতিবিদ প্রফেসর অমর্ত্য সেন তার এক গবেষণায় লিখেছেন, খাদ্যের অভাবে পৃথিবীতে কখনও দূর্ভিক্ষ হয়নি, দূর্ভিক্ষ হয়েছে বন্টন ব্যবস্থার বৈষম্যের কারণে। বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেটের গরিবানার কারণটাও ঠিক সে রকমই। আর্থিক সংকটের জন্য নয় সরকারগুলোর আন্তরিকতা, রাজনৈতিক পলিসি আর সদিচ্ছার কারণেই শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্থিক দৈন্যদশা। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ আর ডব্লিউটি এর সঙ্গে চুক্তির কারণে সরকারের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাজেট বাড়াতে পারবেন কিনা সেটাই দেখার বিষয় তবে এসডিজি বাস্তবায়নের তাগিদের কারণে বরাদ্দ বাড়াতে পারে।

> মফস্বলের মানুষ, হাওড়, বাঁওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চর অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার মূলধারায় আনতে বিশেষ ব্যবস্থা করা জরুরি

শিক্ষা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে জনগণের জন্য মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেলেও বাংলাদেশে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি পায়নি। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ ধারায় নাগরিকের জন্য খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

শিক্ষা বাস্তবায়নে দক্ষ যোগ্য এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রয়োজন, প্রযোজন ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত উপকরণ, এবং গবেষণা কাজ। কাজটি কঠিন হলেও করতে হবে। এ বিষয়টি নিয়ে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভাবতে হবে। সবার জন্য একটা স্তর (প্রথম শ্রেণী-দ্বাদশ শ্রেণী) পর্যন্ত শিক্ষার দায় সরকারকে নিতে হবে, সরকার আন্তর্জাতিক অনেকগুলো ডিক্লারেশনে সেই সম্মতি দিয়েছে কারণ জাতিসংঘভুক্ত সকল দেশের সরকার ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল নাগরিককে শিক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১৯৪৮ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে, সেটি আরেকবার সম্মতি দিয়েছে ২০১৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচন সম্মেলনে গৃহীত এসডিজিস এর ডিক্লারেশনে। তারই আলোকে জাতিসংঘের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ি জিডিপির ৭ ভাগ, অপারগতায় ৬ ভাগ ব্যয় করার অঙ্গিকার করেছে।

সে আঙ্গিকে বাজেট করলেই প্রতি বছর বাজেটের আগে ছাত্র, শিক্ষ অভিভাবক ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করা মানুষের দৌড়ঝাঁপ করা প্রয়োজন হয়না এবং সরকার বাহাদুরকেও বেশি টেনশনে থাকার প্রয়োজন হয়না। স্বাধীনতার পর ৫৫ বছরে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ ২.৪ ভাগ আর সর্বনিম্ন বরাদ্দ ১.৬৭ ভাগ, সর্বনিম্ন বরাদ্দটাও বর্তমান অর্থ বছরে। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ী এখনও মূল বেতনের মাত্র ৭ ভাগ, উতসব বোনাস ৫০ ভাগ, এমপিও বিহীন লক্ষাধিক শিক্ষক- কর্মচারী, অবসর নেয়া শিক্ষক অবসরের ৫ বছর পরও তাদের কর্তনকৃত টাকা ফেরত পাচ্ছেননা। অবসরপ্রাপ্ত ১৫ ভাগ শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ও অবসরের টাকা পাওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করছে।

সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জামা, জুতা ব্যাগ প্রদান এবং স্নাতকের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে, এটা ভালো উদ্যোগ তবে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজন। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষায় কম বরাদ্দ বাংলাদেশে। একবারে না পারলেও বার বার আংশিক করে দিয়ে বাজেট বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষাখাতে আয়ের নতুন নতুন খাত বের করা যেতে পারে। শিক্ষা যেহেতু সব নাগরিকের জন্যই দরকার সে কারণে অন্য করের সঙ্গে শিক্ষা কর ধরা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিলে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনুদান গ্রহন, কোম্পানিগুলোর সিএসআর এর টাকা যথাযথভাবে আদায়পূর্বক শিক্ষাখাতের বাজেট বাড়ানো যেতে পারে, অন্যদিকে বর্তমানে শিক্ষায় বরাদ্দকৃত টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টাকা প্রতিরক্ষাখাতের ক্যাডেট শিক্ষায় নাদেওয়া, প্রকল্পের নামে হরিলুটের কালচার বন্ধ করা এবং শিক্ষায় বরাদ্দকৃত টাকা অব্যহত নারাখার মধ্য দিয়ে শিক্ষায় অর্থ সংকট কিছুটা হলেও কমানো যেতে পারে, সেইসঙ্গে প্রতি বছর অল্প অল্প বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার আর্থিক সংকট কাটানো যেতে পারে। শিক্ষায় বাণিজ্যিকিকরণের মধ্য দিয়ে বৈষম্যের যে প্রাচির তৈরি করা হয়েছে তা না ভাঙলে সমাজের বৈষম্যও কমবেনা। মফস্বলের মানুষ, হাওড়, বাঁওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চর অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার মূলধারায় আনতে বিশেষ ব্যবস্থা করা জরুরি। আর এই কাজগুলো করতে নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করা এবং সেখানে আর্থিক বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর, শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই ঝরে পরা ৪১ শতাংশ (প্রাথমিক স্তরে ১৩ ভাগ, মাধ্যমিক স্তরে ২৮ ভাগ) শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকার কথা বিবেচনা করে বয়স্ক শিক্ষা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ভোকেশনাল শিক্ষার জন্য প্রাথমিক ও গণসাক্ষরতা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। বাজেটের সময় এলে বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা হলেও পরে সবাই ভুলে যায়। বৃত্তশালীরা তাদের সন্তানদের বিদেশে পড়ায়, এ দেশের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য মাথা ব্যাথা নেই আবার শিক্ষায় বাজেট বৃদ্ধিরও চেষ্টাও নেই, পড়বে বাইরে, এমপি, মন্ত্রী হবে এ দেশের, জানিনা এ সংকট কবে দুর হবে ?

(লেখকের নিজস্ব মত)

[লেখক: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি]